Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 45:06 min
ID: IDI_AMR203_HH_R_22 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family mebers
Female	50	Class-I	Caregiver	20,000 BDT	No	65 Y-male, 65 Y-female.	Bangali	Total=3; Husband, Wife (Res.), Aunt

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি এসএমএস। ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা আপা, বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যে মানে মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত গবাদি পশুপাখি আছে, তাদের সর্ম্পকে, তাদের অসুখ বিসুখের জন্য আপনারা কোথায় যান, পরার্মশ এবং চিকিৎসার জন্য এবং এই অসুস্থতা থেকে বাঁচার জন্য কোন এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা, এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য আপনারা কোন কোন জায়গায় যান এবং সেই এন্টিবায়োটিক কেনার পর সেগুলা কিভাবে ব্যবহার করেন। এই বিষয়গুলা সর্ম্পকে আমরা একটু জানতে চাই। এই গবেষনা থেকে যে সমস্ত তথ্য বা বিষয় আমরা জানতে পারবো, সেগুলা জনগনের উন্নয়নের জন্য এবং এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার ও নিরাপদ ব্যবহারের জন্য এটা ব্যবহার করা হবে। তো আপা, আমি তো আপনার অনুমতি নিছি। একটা কাগজ আমি আপনাকে পড়ে শুনাইছি যে আপনার থেকে যে সমস্ত তথ্য আমরা নিবো, এগুলো সমস্ত গোপনীয়ভাবে আমরা সংরক্ষন করবো। শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা যাবে। তো আমরা কি শুরু করবো আপা?

উত্তরদাতা:শুরু করেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধন্যবাদ, আপা। তো প্রথমে যদি একটু বলেন আপা, আপনার পরিবার সর্ম্পকে। মানে যে আপনি আসলে কি করেন? আপনি কি হাউজওয়াইফ নাকি অন্য কিছু করেন?

উত্তরদাতা:না। আমি সংসারই করি।

প্রশ্নর্কতা:সংসারই করেন।

উত্তরদাতা:কৃষিকাজ।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার পরিবার সর্ম্পকে যদি আপা একটু বলেন। পরিবারে কে কে আছে?

উত্তরদাতা:দুইটা ছেলে, একটা পুতের বউ, একটা খালাম্মা, একটা স্বামী।

প্রশ্নর্কতা:স্বামী। তো বর্তমানে আপনার যে বাড়ি, এই বাড়িতে কে কে আছে? মানে ছেলেরা কি বাড়ি আছে নাকি আপনারা কয়জন মানে একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন, কয়জন আছেন একসাথে?

উত্তরদাতা:তিনজনই।

প্রশ্নর্কতা:কে কে?

উত্তরদাতা:খালা, স্বামী, আমি।

প্রশ্নর্কতা: খালা, স্বামী, আপনি। আচ্ছা। তো যে মাঝেমধ্যে কি আপনার এই বাড়িতে অন্য কেউ বেড়াতে আসে? ছেলে বা ছেলের বউ, কেউ কি বেড়াতে আসে?

উত্তরদাতা:ছেলের বউ আসে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন পরপর আসে?

উত্তরদাতা:মাসে একবার আসে। দুইমাস পর আসে।

প্রশ্নর্কতা: দুইমাস পর আসে। আর কেউ কি আসে? ছেলে ছাড়া, ছেলের বউ ছাড়া?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর কেউ আসেনা। আর আপনার বাড়িতে কোন ধরনের গবাদি পশু বা হাঁস মুরগি?

উত্তরদাতা: হাঁস মুরগি আছে। সব মারা গেছে। এখন একটা গাই আছে, বাছুর আছে।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা গরু আছে, তার মানে। আর কোন মানে মুরগি বা এই টাইপের তো কিছু নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐগুলা, মুরগি মারা গেছে বললেন। কিভাবে মারা গেছে আপা?

উত্তরদাতা:অসুখ হইয়া।

প্রশ্নর্কতা:কি অসুখ হয়ছিল ঐগুলা?

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:গুটি? মানে কোথায় উঠছিল গুটি?

উত্তরদাতা:চোখ দিয়া, মুখ দিয়া।

প্রশ্নর্কতা:তাই? মানে তো এটা উঠার পরে আপনি কি করছিলেন?

উত্তরদাতা:ডপ আনছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গা থেকে?

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল বাজার।

প্রশ্নর্কতা:বাঁশতৈল বাজার থেকে। তো এই গুটি কতদিন ছিল এটা?

উত্তরদাতা:এটা আছিল পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:পনের দিন। তারপর কি ঔষধ খাওয়ার পর ভালো হয়ছিল?

উত্তরদাতা:ভালো হয়ছিল না।

প্রশ্নর্কতা:তারপরে মানে কয়টা মুরগি ছিল?

উত্তরদাতা:ত্রিশটা বাচ্চা আছিল।

প্রশ্নর্কতা: ত্রিশটা বাচ্চা। সবগুলাই মারা গেছে?

উত্তরদাতা:সবডি মারা গেছে।

প্রশ্নর্কতা:এই বিষয়টি আমরা পরে আবার আলোচনা করবো, তো আমি এখন একটু যেটা বলি, আপনার পরিবারের আয় আপা। আপনার মানে যে সংসার চলে, এটা কিভাবে চলে?

উত্তরদাতা:চলে, কৃষিকাজ করি। আল্লাহই দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে মাসে কত টাকা আয়? আমাকে প্রথম দিকে বলছিলেন যে, বিশ হাজার টাকা। এই টাকাটা মানে বিশ হাজার নাকি আরো বেশী সেটা?

উত্তরদাতা:না। বিশ হাজার টাকা মাসে আমার কামাই আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কোত্থেকে আসে টাকাটা?

উত্তরদাতা:আমার ছেলে বিদেশ দিছি। আমার ছেলে বিদেশ থেকে পাঠায়।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিমাসে পাঠায়?

উত্তরদাতা:প্রতিমাসেই টাকা আসে?

প্রশ্নর্কতা:টাকা পাঠায়? আর সংসারের অন্য কোন জায়গা থেকে কিছু টাকা কি আসে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন টাকাপয়সা আসেনা। আর হচ্ছে আপনার যে বাড়ি আপা, এখানে তো তিনটা ঘর দেখা যাচ্ছে। কোনটা আপনি কোনটায় থাকেন?

উত্তরদাতা:আমি উত্তরেরটা।

প্রশ্নর্কতা:উত্তর মানে মাঝের এটা?

উত্তরদাতা:ঐ বড় ঘরেই।

প্রশ্নর্কতা:মাঝের এটা। এটার চারিদিকে টিন, উপরে টিন আর নীচে তো হচ্ছে মাটি।

উত্তরদাতা:মাটি।

প্রশ্নর্কতা:তো এটাকে আমরা কি বাড়ি বলবো, সেমি পাকা মানে টিন সেড মানে কি বলেন আপনারা এটাকে?

উত্তরদাতা:আমরা কাঁচা ডোয়া, টিনের ঘর।

প্রশ্নর্কতা: কাঁচা ডোয়া, টিনের ঘর। এটা এলাকার ভাষা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সুন্দর জিনিস জানলাম। তো আপনার এখানে কোন ভাড়াটিয়া আছে নাকি? কোন ঘর ভাড়া দিছেন?

উত্তরদাতা:না। কোন ঘর ভাড়া দিইনি।

প্রশ্নর্কতা:ভাড়া দেননি। ঐ বাকী দুইটা ঘর, ঐগুলাতে কারা থাকে?

উত্তরদাতা:এভাবেই থাকে।

প্রশ্নর্কতা: এভাবেই থাকে। এগুলা আপনার বাড়ি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর হচ্ছে আপনার সম্পদ বলতে আর কি কি আছে , এই ভিটা টা

উত্তরদাতা:ভিটা, জায়গা জমি আছে।

প্রশ্নর্কতা:কিসের জমি আছে, কতগুলি?

উত্তরদাতা:আদা ক্ষেত, হলুদ ক্ষেত, ধানের আবাদ, সবজি

প্রশ্নর্কতা:কতটুক পরিমান জমি হবে? ধানের জমি বা আবাদের জমি?

উত্তরদাতা:আবাদের জায়গা আধপাখি আছে।

প্রশ্নর্কতা:আধা পাখি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: আধা পাখি মানে এক পাখি তে কত, তেত্রিশ শতাংশ নাকি

উত্তরদাতা:আটচল্লিশে পাখি।

প্রশ্নর্কতা: আটচল্লিশে পাখি। আধা পাখি মানে হচ্ছে তাহলে চব্বিশ

উত্তরদাতা:হ্যা, চব্বিশ

প্রশ্নর্কতা:চব্বিশ শতাংশ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:চব্বিশ ডেসিমেল।

প্রশ্নর্কতা:চব্বিশ ডেসিমেল মানে তো শতাংশ। চব্বিশ শতাংশ। শুধু এইটুকু জমি নাকি আরো আছে?

উত্তরদাতা:এটা বাড়িটার মধ্যে আছে মনে করো সর্ম্পূন বাড়ি লইয়া আমার এইযে ছিয়ানব্বই ডেসিমেল জায়গা আছে।

প্রশ্নর্কতা: ছিয়ানব্বই ডেসিমেল?

উত্তরদাতা:ঐ আবাদি জায়গা লইয়া।

প্রশ্নর্কতা:আবাদ সহ। মানে এটাই আপনার সম্পত্তি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আপনার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া নাকি মানে হচ্ছে বাবার

উত্তরদাতা:আমার আম্মুর জায়গা পাইছি।

প্রশ্নর্কতা:মায়ের জায়গা। আচ্ছা। তাহলে আপনার যে স্বামী, সে তাহলে কি?

উত্তরদাতা:সে আমারে শ্বশুরবাড়ি ----- ৫:০০

প্রশ্নর্কতা:মানে এখানে কি ঘরজামাই থাকেন উনি?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার ভাই নাই, বোন নাই, আমি একা। আমার মা স্বামীসহকারে আনছে আমারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কি আনছিল?

উত্তরদাতা:ঘর আনছে। কিন্তু মায়ের জায়গায় আমি ভোগ করে থাকতেছি। এহন ভাই বোন তো কেউ নেই, কেউরে থুইয়া যায়বার পারিনা। আমি, স্বামীর বাড়ি জমি আছে অনেক।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানেও আছে জমি? তাহলে তো আপনি অনেক বড়লোক, আপা।

উত্তরদাতা:ঐখানে পনের পাখি। পনের পাখি, স্বামী বিদেশ করছে

প্রশ্নর্কতা:আপনি তো অনেক বড়লোক।

উত্তরদাতা:ষোল বছর বিদেশ করছে স্বামী আমার।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি অনেক বড়লোক।

উত্তরদাতা:আল্লাহই দিছে আমারে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। শুকরিয়া। খুশির কথা। এখন যদি বলি যে মানে আপনার বাসায় কি কি আছে, আপা? যেমন, আপনার কি ফ্রিজ আছে বাসায়?

উত্তরদাতা: ফ্রিজ আছে আমার বাসায়।

প্রশ্নর্কতা:এখন চালু আছে, ভালো আছে ফ্রিজ?

উত্তরদাতা:চালু আছে, ভালো আছে।

প্রশ্নর্কতা: ফ্রিজ আছে। তারপর আর কি আছে বাসায়? শোকেস?

উত্তরদাতা:শোকেস আছে, ফ্রিজ আছে।

প্রশ্নর্কতা:খাট?

উত্তরদাতা:খাট আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:আর মনে করেন যে ধানের মাচা, গোপা টোপা সহকারে আছে। ধান আছে ঢোল ভরা।

প্রশ্নর্কতা:আলমারি? ষ্টিল আলমারি?

উত্তরদাতা: ষ্টিল আলমারি আর করি নাই। আর আনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর আনেন নাই?

উত্তরদাতা:ঘর পাকা না কইরা আনুম না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর কোন মানে আছে যে কোন জিনিস বানায়ছেন, কাঠের কোন জিনিস?

উত্তরদাতা:না। কাঠের কোন কিছু আর বানাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর এমনে অন্য কোন সম্পত্তি বা আর কিছু আছে বাড়িতে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা তো এখন যে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। যে ধরেন আপনারা যে অসুস্থ হন, এইযে আমাকে বরতেছিলেন যে আপনি অনেক দিন ধরে বিশেষ করে গ্যাসের সমস্যা। এসিডিটির কারনে আপানি কষ্ট পাচ্ছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো স্বাস্থ্যসেবা, যে অসুখ হলে আপনি কোন জায়গায় যেয়ে মানে দেখান বা ট্রিটমেন্টটা নেন, এই বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই।

উত্তরদাতা:আমি গেছি..... ক্লিনিতে ঢাকা। মির্জাপুর গেছি।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:টাঙ্গাইল গেছি। কালিয়াপুর গেছি।

প্রশ্নর্কতা:কিজন্য গেছিলেন এই জায়গাগুলিতে?

উত্তরদাতা:গেছিলাম ঐযে পেটের সমস্যার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐটা আমরা আসতেছি আপা। তার আগে একটু যদি বলি যে এখন আপনার পরিবারে যে তিনজন আছেন, আপনি, আপনার খালা এবং আপনার স্বামী, সবাই কি সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কে অসুস্থ?

উত্তরদাতা:আমার স্বামীও অসুখ, আমার খালাও অসুখ, আমিও অসুখ।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি সমস্যা একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতা:তিনজন খালি গ্যাষ্ট্রিক। গ্যাসের ঔষধ

প্রশ্নর্কতা:গ্যাসের সমস্যা, গ্যাষ্ট্রিকের সমস্যা। এছাড়া আর কোন কি সমস্যা আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আপনার যে গবাদি পশু আছে, ঐগুলা সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলা সুস্থ আছে। ধরেন এখন আপনারা যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় মানে এইযে আপনারা বললেন যে গ্যাসের সমস্যা, তিনজনই অসুস্থ। তাহলে আপনি অসুস্থ হলে পরিবারের এই তিন সদস্য, কে দেখভাল করে, দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতা: দেখাশুনা আমি করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই করেন?

উত্তরদাতা:আমি করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন আপনাদের কি সমস্যা বলতেছেন, আপা?

উত্তরদাতা:অহন আমি মনে করো যে, কি ঐ ঔষধের কথাই বলতেছি। ঔষধটা আইনা খালাম্মারে দিই, স্বামীরেও দিই, আমিও খাই।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। এটা কি গ্যাসের? এসিডিটির সমস্যা?

উত্তরদাতা:হ্যা। গ্যাসের জন্য। আর কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্নর্কতা:এমনে কেউ কেউ মানে অসুস্থ হয়ছিল ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট, এই ধরনের কোন

উত্তরদাতা:না। এই ধরনের রোগ আমাগো বাড়ির মধ্যে কোন লোকজনের হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কতদিন হয় নাই? বিগত দুই তিনমাস

উত্তরদাতা:হয় নাই। আমার বুদ্ধি হয় পর্যন্ত দেখিনি আমি।

প্রশ্নর্কতা:ডায়রিয়া কারো হয়নি?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:শ্বাসকষ্ট, কারো টানের সমস্যা আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:শ্বাসের? আচ্ছা। এছাড়া আর অন্য কোন অসুখ ধরেন, যে গ্যাসের সমস্যা ছাড়া আর কোন সমস্যা।

উত্তরদাতা:এমনে সমস্যা দেখি নাতো। না, নেই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কোন অসুখ হয়ছিল?

উত্তরদাতা:উহু।

প্রশ্নর্কতা:বিগত দুইতিন মাস আগে, ছয় মাসের মধ্যে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আপনার খালার?

উত্তরদাতা:উহু।

প্রশ্নর্কতা:খালার কি একটা অস্থির, আপনি বলতেছিলেন যে সে একটু মানে এলোমেলো

উত্তরদাতা:ঐ আতটা ঝিনঝি ধরে। ঝিনঝি ধরে, রাত হলে আত থাপড়ায়। আর ব্যথা তো মান্জায় আছে। মান্জা দিয়ে ব্যথা আছে। মনে করো কোন দিকে কোন রেহাই নেই। মান্জা ব্যথার কথা কি কমু আর?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর খালার কি সমস্যা?

উত্তরদাতা:মাথা ব্যথা করে। এরকম করে। মাথা ঘুরায়। ছডক দেয় মাথারে।

প্রশ্নর্কতা:এমনে ঠান্ডা বা ধরেন কোন ধরনের জ্বর, কাশি বা

উত্তরদাতা:জ্বর টার তো আসেই এটা।

প্রশ্নর্কতা:এটা আসে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। জ্বর টর আহে। ঔষধ পাতি খাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন ঐ ধরনের কোন সমস্যা কারো নাই?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন ইয়ে নাই। আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মনে করতে পারেন কতদিন আগে যে আপনারা যে তিনজন আছেন, কেউ অসুস্থ হয়ছে এরকম? কতদিন আগে অসুস্থ হয়ছিল?

উত্তরদাতা:জ্বর টর আইছে মনে করো আরো পাঁচ মাস হয়তেছে। পাঁচ মাস হয়লো

প্রশ্নর্কতা:কার হয়ছে?

উত্তরদাতা:ঐ খালার হয়ছে। আমার হয়ে গেলো মনে হয় দুই তিনমাস আগে একবার। জ্বর হয়ে গেল।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কেউ যদি পরিবারে অসুস্থ হয় আপনাদের এই তিনজনের, সেটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন যে সে অসুস্থ? ধরেন আপনার হলো বা আপনার স্বামীর হলো বা আপনার ইয়ের হলো।

উত্তরদাতা:ঐযে ঔষধ খেলে কমে।

প্রশ্নর্কতা:না, না। ধরেন একজন লোক যে অসুস্থ হলো, ধরেন আপনি অথবা আপনার স্বামী অথবা আপনার খালা। তাহলে আপনি এটা কিভাবে বোঝেন?

উত্তরদাতা:আমার কাছে বলে।

প্রশ্নর্কতা:কি বলে?

উত্তরদাতা:বলে যে অসুখ। আমারে ঔষধ এনে দেয়। আমি যাই।

প্রশ্নর্কতা:না,না। কি লক্ষন বা কেমনে বোঝেন যে একটা মানুষকে দেখে যে আপনার খালারে বা স্বামীরে

উত্তরদাতা:মাথায় হাত দিলে বোঝা যায়। মাথার অসুখ দেহায়। স্বামী কয় যে জ্বর আইছে। শরীর ব্যথা করে। টিইপা দাও।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খালায় কয়, মাথা ধরো। বইলা দেয় আমারে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা। এমনে দেখে বুঝতে পারেন যে, সে অসুস্থ। স্বাভাবিক না।

উত্তরদাতা:জ্বরের কথা কইলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে নিজে দেখে একটা

উত্তরদাতা:নিজেও দেখি।

প্রশ্নর্কতা:দেখে কিভাবে বোঝেন যে অসুস্থ? একটা বললেন গায়ে হাত দিয়ে দেখেন কপালে।

উত্তরদাতা:কপালে হাত দিয়ে দেখি, গায়ে হাত দিয়েও দেখি। দেইখা যহন দেখি যে গরম পাওয়া যায় গতরটা। তখন আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, এটা কি আপনিই নেন নাকি অন্য কেউ নেয়?

উত্তরদাতা:আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত, এটা কি আপনি নেন নাকি আপনার স্বামী

উত্তরদাতা:আমি নিই। আমার স্বামী নেয় না, আমি নিই।১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামী নেয়না। আচ্ছা। এখন যেটা মানে স্বাস্থ্য সেবা, আপনারা কোন কোন জায়গা থেকে ঔষধগুলা নেন বা ইয়েগুলা নেন। যেমন, এইযে বললেন, জ্বর হলো আপনার খালার, স্বামীর বা আপনার। তখন আপনি কোথায় যান আপা?

উত্তরদাতা:ঔষধের ঘরে যাই ডাক্তার খানায়।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় এটা?

উত্তরদাতা:এটা এইযে বাঁশতৈল বাজার।

প্রশ্নর্কতা: বাঁশতৈল বাজারে। বাঁশতৈল বাজারে কার কাছে যান, কোন ফার্মেসিতে?

উত্তরদাতা:এটা মনে করো পাঁচটা ঘর আছে। সবগুলার ঔষধ খাই আমরা। যেকোন একটা ঘরের ঔষধ খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:মানে মনে করো যে ডা:১২ খাই। তারপর ঐযে ইয়ে ডা:১১ খাই। আর ওগো নাম জানিনা।

প্রশ্নর্কতা: ডা:১২, ডা:১১, দুইজন। আর? আর তিনজন

উত্তরদাতা:ওগো নাম জানিনা। ওগো কি কি জানি নাম।

প্রশ্নর্কতা:আরো তিনজন। মানে টোটাল পাঁচজনের কাছেই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। খাই। যার কাছে ভালো লাগে, খাই।

প্রশ্নর্কতা:কেন পাঁচজনের কাছে যান? মানুষ তো মানে একজন বা দুইজনের কাছে যায়। পরিচিত তার কাছে যায়।

উত্তরদাতা:যাই, যেহানে ভালো লাগে, এহানেই যাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি মানে কোন কারন আছে পাঁচজনের কাছে যাওয়ার?

উত্তরদাতা: না। একজনের কাছে ঔষধ থাকেনা, আর একজনের কাছে যাই। ঐ ডাক্তারে বইলা দেয়, আমার কাছে নাই। ঐ ঘরে যাও। ঐ ঘরে যাই তখন। তার কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:তো যেয়ে ধরেন আপনার জ্বর হলো। হওয়ার পরে আপনি তাকে, যার কাছে গেলেন, ও কি ডাক্তার নাকি ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা: ঔষধ বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ বিক্রি করে। ডাক্তারি করে সে?

উত্তরদাতা:হ্যা। হেও কিন্তু মনে করো জ্বরটা মাপবো। মেপে তারপর ঔষধটা দিয়ে দিবো। কমে। কমার দিকে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:তো সে মানে ধরেন কি ধরনের ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা:জ্বরের ঐযে ইয়ে দেয়। কট্রিম দেয় তারপর ঐযে প্যারাসিটেমল দেয়।

প্রশ্নর্কতা:জ্বরের জন্য। আর যদি কোন কাটাছেড়া বা অন্য কোন অসুখ বা কিছু হয়, বড় ধরনের কোন অসুখ হয়?

উত্তরদাতা:না, কাটাছেড়া হয়নি ক্যা। কোন কাটাছেড়া অহনতরি হয়ন কারো। আমার বাড়িতে কোন -------১১:৪০ নাই। কাটাছেড়া হলে মলম টলম আনামু। ---

প্রশ্নর্কতা:তাহলে তার কাছে, এইযে পাঁচটা ডাক্তারের কাছে যান। কোন কোন ধরনের অসুখের জন্য যান?

উত্তরদাতা:যাই, ব্যথার ঔষধ খাই। ক্যালসিয়ামের ঔষধ খাই। সেকলো খাই। আয়রন ট্যাবলেট খাই। এই টাইপের ঔষধ আনি যাইয়া।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ধরনের, অন্য কোন ধরনের ঔষধ, পাওয়ারের ঔষধ বা পাওয়ারফুল ঔষধ?

উত্তরদাতা:না। ঐডা খাইনা। অতো পাওয়ারে যাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো মানে আপনি সিদ্ধান্ত নেন, বেশীরভাগ সময়ে বাঁশতৈল বাজারে যান নাকি অন্য কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতা:না। কেনা ঔষধটা বাঁশতৈল বাজার থেকেই খাই। ঐ দেশে আবার ডাক্তার দেখে আহি।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় দেখে আনেন?

উত্তরদাতা:মির্জাপুর ক্লিনিকে পরীক্ষা হইছি, তারপর হাসপাতালে হইছি। কালিয়াকৈর হইছি, টাঙ্গাইল হইছি। বহুত জায়গায় আমার ঘর ভরা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, তো এত জায়গায় যে গেছেন মানে কোন ঔষধের জন্য গেছেন, কার ঔষধের

উত্তরদাতা:খালি পেটের জ্বালায়।

প্রশ্নর্কতা:আপনার?

উত্তরদাতা:খালি পেটের মধ্যে কেমন জানি লাগে। পেটে দলা বেঁধে থাকে। কেউ ---১২:৩৬-- ব্যথা করে।

প্রশ্নর্কতা:পেটের মধ্যে? আচ্ছা। এটা কি সবসময় থাকে ব্যাথা?

উত্তরদাতা:ব্যথা সবসময় থাকেনা। হঠাৎ উঠে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনার এই সমস্যা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো কে নিয়ে গেছে আপনাকে, এতগুলা জায়গায় যে গেছেন?

উত্তরদাতা:গেছিলাম ------কেমন জানি করে, দলা বাঁধে

প্রশ্নর্কতা:না, না। কার সাথে করে গেছিলেন? একা গেছিলেন নাকি সাথে

উত্তরদাতা:একাই গেছি আমি।

প্রশ্নর্কতা:সাথে কেউ গেছিল?

উত্তরদাতা:না। কেউ যায় নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামী বা খালা?

উত্তরদাতা:যায়না। একাই যাই।

প্রশ্নর্কতা:যায়না?

উত্তরদাতা:স্বামীও যায়না।

প্রশ্নর্কতা:ও। কেন যায়না মানে তারা যেতে চায়না কেন?

উত্তরদাতা:যায়না। কয়, তুই পরীক্ষা করা, কাগজে তো লেইখাই দিবোনি

প্রশ্নর্কতা:তো এত দূরের একটা পথ আপনি একা একা কিভাবে যাবেন?

উত্তরদাতা:একাই যাই। আর মানুষ কনে পামু?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আল্লাহর রহমতে একাই চলাফেরা করবার পারি।

প্রশ্নর্কতা:মানে উনারা কি ইচ্ছাকৃতভাবে যায়না নাকি যেতে চায়না যে এত দূরের পথ। কিজন্য তারা যায়না এটা যদি একটু বলেন আপা।

উত্তরদাতা: যায়বার চায় আবার কাজে ব্যস্ত থাকে। হেই সময় ক্যা--- ঢাকা লয় গেছিল। আমাগো আব্বু লইয়া গেছিল আমারে। লইয়া যায়। যদি লয় না যায় এমনে ঔষধ টৌষধ কি পরীক্ষা টরীক্ষা হলে আমি একাই যেতে পারি। অসুবিধা হয়না। জরুরী হলে আমার হাতে নড়ে।

প্রশ্নর্কতা:জরুরী হলে যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:জরুরী ছাড়া এমনে যদি

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি জরুরী ছাড়া

উত্তরদাতা:আমি বলি যে আমি একাই যেতে পারুম, অসুবিধা নাই। আপনি বাসায় থাকেন। আমি বইলা দিই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ছোট খাটো অসুখের জন্য কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতা: ছোট খাটো অসুখের জন্য মনে করেন মির্জাপুর ক্লিনিকে যাই, কালিয়াকৈর ক্লিনিকে যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ছোট খাটো বলতে কিরকম অসুখ এগুলা?

উত্তরদাতা:মনে করেন যে হালকাা ধরনের পেটে---- ১৪:০০ আবার হালকা যখন একটু জ্বর টর আহে, ডা:১১ ডাক্তারের কাছে যাই বাজারে।

প্রশ্নর্কতা:বাজার মানে বাঁশতৈল বাজার?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর কোনহানে যাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এই যে মানে ঔষধের দোকানে যে যান, এই সিদ্ধান্তগুলা কে নেন? আপনার স্বামীর সাথে পরার্মশ করে নেন বা খালার সাথে, নিজেই সিদ্ধান্ত নেন?

উত্তরদাতা:আমাগো আব্বুর কাছে আমি কইয়া আইনা ওরা আব্বুরে দিই। ওর আব্বু যায় নিয়া আহে। আমি ঔষধের ইয়া দিয়া দিই। পাতা দিয়া দিই।

প্রশ্নর্কতা:কাকে?

উত্তরদাতা:আমাগো ছেলের আব্বুরে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার স্বামীকে?

উত্তরদাতা:হ্যা, স্বামীকে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা? এানে নিজেই নেন নাকি কারো সাহায্য নেন?

উত্তরদাতা:আমি ওর আব্বুর কাছে কই, আমারে এরকম ঔষধ আইনা দেয়, যদি না যায়বার পারে তাইলে কয় তুমি যাও, আমি পারুমনা।

প্রশ্নর্কতা:না। ডাক্তার যে দেখাবেন, এই ডিসিশান, সিদ্ধান্তটা, এটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:এটা ঐ ডাক্তারেই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:না। আপনি এই ঘরের থেকে যখন সিদ্ধান্ত নেন, যে আমি ডাক্তার দেখাবো,

উত্তরদাতা:ও। এটা আমি যাই, বইলা। আমি নিজেই যাই।

প্রশ্নর্কতা:নিজেই মনে করেন যে আমার ডাক্তার দেখানোর সময় হয়ছে বা আমি যাবো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে পরার্মশ করেন না স্বামীর সাথে,জামাইর সাথে?

উত্তরদাতা:করি।১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:করেন? বেশীরভাগ সময় কি পরার্মশ করেন নাকি পরার্মশ ছাড়াই নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন?

উত্তরদাতা:নিজে নিজেই যাই বেশী।

প্রশ্নর্কতা: নিজে নিজেই যান। আচ্ছা। তো বাচ্চার বাবা কি কাজ করেন বললেন আসলে। উনি তো ব্যস্ত থাকে আসলে।

উত্তরদাতা:উনি পনের বছর বিদেশ করলো, পরে জমিন করছে। অহন মনে করেন ঘুইরা ফিইরাই খায়। কাজ কাম করে। হালচাষ করে। পাঁচ বছর ধইরা বাসায় এমন কইরা সংসার করা ধরছি। আদা হলুদ বুনি। ধানের আবাদ করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এইযে দোকানগুলিতে যান, দোকানগুলিতে যাওয়ার সুবিধাগুলি কি? এইযে বাঁশতৈল বাজরে যে বলছেন, ছোটখাটো অসু খবা যেকোন ঔষধ আনার জন্য এখানে যান, তাহলে এখানে যাওয়ার সুবিধাটা কি আপা?

উত্তরদাতা:সুবিধা ভালোই লাগে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি সুবিধা?

উত্তরদাতা:ভালো ফল পাইছি।

প্রশ্নর্কতা:ফল পাইছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখানে কেন যান? আরো তো ইচ্ছা করলে একটু মির্জাপুর বা অন্য জায়গা থেকে ঔষধ আনতে পারেন, ঐদিকে যেতে পারেন

উত্তরদাতা:যাইনা।

প্রশ্নর্কতা:বা এদিকে ডা:১২ বা ডা:১১ কে না দেখিয়ে ঐদিকে যেতে পারেন। তাহলে ঐখানে না যেয়ে এখানে কেন যান?

উত্তরদাতা:এখানে ঔষধ ভালো পাই, যাই।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ ভালো পান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর এরা যে ডাক্তারি করে,এটা কি ভালো?

উত্তরদাতা:ডাক্তার ভালো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো? এখানকার?

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নর্কতা:কোন ডিগ্রি আছে এদের?

উত্তরদাতা:তা বলতে পারুমনা। কিন্তু ঔষধ ভালো।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ ভালো?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর মির্জাপুর ক্লিনিকে তিনহাজার টাকা ভাঙ্গায়য়া এইযে মাজা, কোমরের জ্বালায় উপুর হইয়া শুইবার পারি নাই।------১৬:২০ মির্জাপুর ক্লিনিক থেকে আমারে বেল্ট দিছে। আর ঔষধ দিছে তিনহাজার টাকার। হেই ঔষধটা খায়য়া মনে করো ঘুরান দিয়া ফেলায় দিছিল আমারে। হেই যে দিছিল মতোনই। মনে করো আমি হেই ডাক্তারের ঔষধ খাওয়া বাদ দিছি। সব ঔষধ ফেলাইছি, গুটিয়ে ফেলায় দিছিলাম। রাখছিলামনা ঘরে।------ পরে ফিইরা রমজানের কাছে গিয়া বলছিলাম যে, ভাই, আমার এইভাবে এইধরনের অসুখ হইছে। এরকম ব্যথা, এরকম ইয়ে। কয়, ঠিক আছে, বসো। পরে দিছে মতোন হেই রাতে আমার অসুখ সারছে। আমার এই ঔষধে আরো দশ হাজার টাকা লাগতো। আমি ঔষধ যে, আমি যার ঔষধ খায়য়া ভালো লাগে

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এখানে খরচ কি একটু কম বলতেছেন ?

উত্তরদাতা:হ্যা। কমের জন্য না। কিন্তু ঔষধ ভালো হয় নাই। বেয়াগ ডাক্তারে বোঝেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ডাক্তার ঐযে ডাক্তার

উত্তরদাতা:এইযে ডা:১২ কাছে কইছি, মির্জাপুর পরীক্ষা হইছি আর ওর পরীক্ষা ছাড়া ঔষধ খাইছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দিব্যি ভালো হয়ে গেছিগা। ঐযে আজকে পনের দিন ঘুম আছিলনা আমার।------১৭:০০ বড় হাসপাতালে গেছিলাম মির্জাপুর, জানেন? নাম করা হাসপাতাল, তাও কাম হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে এখানে ডাক্তার, তাদেও ঔষধ ভালো এবং তারা যে ট্রিটমেন্ট করতেছে, এটাও আপনার কাছে ভালো লাগতেছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালা লাগে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি খেয়ে বা ফল পাইছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ফল পাইছি। ঐডার ফল পাইছি। অহন আর পেটেরডা তো ফল পাইনা। এইডার ফল দেয়না আমারে। মনে হয় পরীক্ষা হলে পামু।

প্রশ্নর্কতা:না। এটা হবে ইনশাল্লাহ। আমার মনে হয় একটু ডাক্তারের সাথে সকথা বললে উনারাই বলে দিবে যে কোথায় যাবেন বা কি

উত্তরদাতা:আমারে এইডা চেষ্টা করে দেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এখানে যে বাজারের মধ্যে যে এইযে ডাক্তার যেগুলা আছে, ডা:১২ বা ডা:১১ ডাক্তার, এদের আসলে যোগ্যতা কি, খালা? পড়াশোনা কি? নতারা কি বড়

উত্তরদাতা:আমি পড়াশোনা বলতে পারুমনা। কিন্তু ঔষধ আনি, খাই।

প্রশ্নর্কতা:বড় পাস করা ডাক্তার, এমবিবিএস বা এই ধরনের কোন ডিগ্রি বা কিছু আছে, আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:এইডা কইতে পারলামনা। অতো যাইনা। যাইনা আমি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এদেরকে যে ডাক্তার দেখাতে যান আপনি, ডাক্তারগুলা, ডা:১২ , ডা:১১ কে। কোন ধরনের সমস্যা বা বাঁধা হয়?

উত্তরদাতা: (নীরব রইলেন)

প্রশ্নর্কতা:কোন ধরনের সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে এইযে বাজারে যে ডাক্তার এগুলা দেখান, ডা:১২ বা এই ডাক্তার যারা, ধরেন ঐ ধরনের কোন সার্টিফিকেট

উত্তরদাতা:কোন সমস্যা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:যে এটা আপনি জানেন না। কোন সমস্যা হয়না।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি যখন সিদ্ধান্ত নেন খালা মানে আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে ব্যবস্থাপত্র অথবা ঔষধের দোকানের মালিক অথবা ডাক্তার কোন ঔষধের কেনার পরার্মশ দেন?

উত্তরদাতা:আমি কেনার পরামর্শ দিই। আমিই ঔষধ আনি। আমি নিজেই জানি কোন ঔষধে আমার হারে। আমার কোনটা কাজ করতেছে, হেই জানি।

প্রশ্নর্কতা:মানে যেটা ঔষধে কাজ করতেছে, ঐটা আপনি আনেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম খালা

উত্তরদাতা:আমার যেটা মানে খায়তে ভালো লাগে, কোনটা খেয়ে আমার সয়ে উঠছে, আমার সেটাই ভালো লাগে। এইডাই খাই।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি কিভাবে সিদ্ধান্তটা নেন, যখন ধরেন একজন ডাক্তার একটা আপনাকে প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র দিল। অথবা ঔষধের মালিক অথবা দোকান ডাক্তার কোন ঔষধ কেনার পরার্মশ দেন, ধরেন আপনি একটা দোকানে গেলেন। ডা:১২ বা ডা:১১ ডাক্তারের কাছে বা এরা কি পল্লী চিকিৎসক?

উত্তরদাতা:হইবার পারে। পল্লী, আমি বাজারে বইসা কি, ওরা কত কোন জায়গায় পাস হয়ছে, তা কইবার পারুমনা। ঔষধ আনি, খাই।

প্রশ্নর্কতা:তারা যে সিদ্ধান্তটা দেয় মানে আপনি এখানে ঔষধ কিনতে হবে বা এটা নেন, তখন আপনি কিভাবে সিদ্ধান্তটা নেন যে মানে

উত্তরদাতা:ওরা বইলা দেয় আমারে। যে এটা এই টাইমে খায়বা, এইটা এই টাইমে ব্যবহার করবা। এটা এভাবে করবা। হেভাবে নিয়মমতই করতেছি। ভালো লাগতেছে।

প্রশ্নর্কতা:ভালো লাগতেছে। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:হেরা যেভাবে শিখায়, হেভাবে শিখি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কোন ঔষধের দরকার হইলো, আপনি সাধারনত তাহলে কোন জায়গায় বেশী যান। এইযে, বাঁশতৈল বাজারে বেশী যান নাকি অন্য কোন জায়গায় যান?

উত্তরদাতা:না। আমি বাঁশতৈল বাজারে ডা:১২ এর কাছে বেশী যাই।

প্রশ্নর্কতা:এখানে যান, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই সিদ্ধান্তটা বললেন আপনি নিজে নিজেই নেন, নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামীর সাথে একটু পরার্মশ করেন?

উত্তরদাতা:আমার স্বামীও যাই, আমিও যাই

প্রশ্নর্কতা:না, না। সিদ্ধান্তটা?

উত্তরদাতা:আমি স্বামীর কাছে বইলা দিই যে ডা:১২ ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ আইনো। বইলা দিই আমি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি বইলা দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু সিদ্ধান্তটা কি আপনি নিজেই নেন নাকি আপনার স্বামীর সাথে

উত্তরদাতা:আমি নিজেই নিই।

প্রশ্নর্কতা:নিজেই নেন?

উত্তরদাতা:নিজেই নিই।২০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো দোকানে কে বেশী যায়? স্বামী যায় বেশী নাকি আপনি যান?

উত্তরদাতা:স্বামীও যায় আমিও যাই। হ্যা, ও একটু কম যায়, আমি বেশী যাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি বেশী যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো কেন এই দোকান বা মানে

উত্তরদাতা: কারো সাথে কথা বললেন।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এইযে ধরেন ঔষধের দোকানে আপনি নিজেই যান, নিজে ঔষধ আনেন। তো মানে এই অমমি এখন যেটা জানতে চাচ্ছি, কেন এই দোকানগুলোতে মানে বেশী যান? মানে এখানে যাওয়ার কারনগুলা কি? সুবিধা টা কি?

উত্তরদাতা:সুবিধা ভালো পাইছি। ফল পাইছি। ঔষধ খেয়ে আমার ভালো লাগছে। তাই যাই। আমি মির্জাপুর, ঢাকা দেখিয়ে দেখছি। কাজ হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখানে খরচ কেমন খালা? খরচ? দোকানগুলোতে যে ঔষধ কেনার, কিনতে গেলে কেমন খরচ হয়?

উত্তরদাতা:খরচ হয় মানে পয়সাপাতি নেয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:নেয়, দশ, একশো টাকার আনছিলাম একদিন, আর একদিন আনছিলাম পাঁচশো টাকার। তাগো সেকলো তো মনে করো পঞ্চাশ টাকা বান্ধাই। আপনার ঐযে ইয়ে, ক্যালসিয়ামের ইয়ে তো চল্লিশ টাকা করে। এখন পঞ্চাশ টাকা হয়ছে। স্কয়ারের টা। আমি আজেবাজে ঔষধ খাইনা। আমি কোন ঔষধ খাইনা। এই ঔষধ ছাড়া কোনটা খাইনা?

প্রশ্নর্কতা:কোনটা কোনটা খান? কোনটা কোনটা?

উত্তরদাতা:সেকলো খাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, আর একটা?

উত্তরদাতা:ঐযে ইয়েটা খাই। ক্যালসিয়ামেরটা খাই, সেকলো, ঐডা।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন, আরো একটু পাওয়ারফুল কোন ঔষধ খান, ব্যথার জন্য বা ইয়ের জন্য?

উত্তরদাতা:না। ব্যথার জন্য মনে করো যে এমনে কোন ঔষধ টৌষধ খাই নাই আমি।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটা খান? আর কোন ঔষধ দেয় নাই?

উত্তরদাতা:ও ব্যথার জন্য কি ঔষধ দিছিল, তা তো খেয়াল নাই।

প্রশ্নর্কতা:ঘরে আছে ঔষধ?

উত্তরদাতা:না নেই। পাঁচ টাকা কইরা।

প্রশ্নর্কতা:আছে ঘরে কিছু ঔষধ?

উত্তরদাতা:আছে কিনা তা, আছে কিনা দেখি

প্রশ্নর্কতা:আমি, না, না। পরে দেখবো খালা। আলোচনা শেষ করে আমি এক ফাঁকে পরে দেখে নিবো। অসুবিধা নাই। আমি একটু ছবিও তুলবো আরকি। কি কি আছে ঐগুলার একটু অনুমতি দিলে ছবি তুলবো। আচ্ছা, এখন, মানে যেটা বলতেছিলাম খালা, যে আপনি যে দোকানে যান, তাহলে এখানে বলতেছেন যে সুাবিধা হচ্ছে যে ঔষধ খেয়ে আপনি ভালো হয়ছেন। এবং খরচ কি আপনার মতে এটা বেশী? ঔষধের জন্য খরচ বেশী হবে নাকি কম হয়?

উত্তরদাতা:না। বেশী খরচাপাতি হয়না আমার?

প্রশ্নর্কতা:বেশী হয়না? আচ্ছা। তো এই ঔষধ কিনতে গিয়ে বা এই ধরনের ট্রিটমেন্ট নিতে গিয়ে আপনার কোন ধরনের সমস্যা হয়ছে আর?

উত্তরদাতা:না। কোন সমস্যা হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:সমস্যা হয়নি। মানে এইযে পরিবারের, আপনাদের পরিবারে যে তিনজন আছেন, এই তিনজনের সর্বশেষ কে গেছিল এই বাঁশতৈল বাজারে ঔষধ কেনার জন্য?

উত্তরদাতা:যায়, আমার খালাম্মাও যায়, আমার স্বামীও যায়।

প্রশ্নর্কতা:সর্বশেষ লাষ্ট যে গেছিলেন, লাষ্ট কে গেছিল, সবার শেষে?

উত্তরদাতা:সবার শেষে ইয়ার মধ্যে?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। বাঁশতৈল বাজারে ঔষধ কেনার জন্য?

উত্তরদাতা:না। ঔষধ আনিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে লাষ্ট যে আনছিলেন, শেষবার

উত্তরদাতা:আমাগোর আব্বু আনছে যে। একক

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামী। আচ্ছা, তো এটা কবে আনছিল?

উত্তরদাতা:তা তো মনে হয় প্রায় পনের দিন মনে হয় হয়ছে, বিশদিন। তোমরা আইছো কতদিন ধইরা। তোমাগো আগে আইছে। ওগো আব্বু ময়মনসিং গেছে আজকে আষ্ট দশদিন হয়ছে। পনের দিন, নাহলেও দশ বারো দিন হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার স্বামী যেয়ে আনছেন?

উত্তরদাতা:ঔষধ এনে দিয়ে গেছে?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কার অসুখ ছিল?

উত্তরদাতা:আমার।

প্রশ্নর্কতা:আপনার? কি সমস্যা হয়ছিল বলছেন?

উত্তরদাতা:ঐযে গ্যাষ্ট্রিক। সেকলো। আর কোন ঔষধ না।

প্রশ্নর্কতা: গ্যাষ্ট্রিকের। আচ্ছা। তো এখানে যে বাজারের মধ্যে ঔষধ বিক্রি করে,এখানে শুধু গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ, জ্বরের ঔষধ, এগুলাই বিক্রি করে নাকি আরো অন্য ধরনের ঔষধ আছে? আরো দামী দামী ঔষধ , বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:না। এমনে কোন ঔষধপাতি আমি খাইওনা। আমি বুঝিনা এমনে।

প্রশ্নর্কতা:মানে একটা জিনিস তো এমনে বোঝেন খালা, ঔষধ তো অনেক ধরনের আছে। কিছু আছে একটু শক্তি পাওয়ার কম। কিছু আছে পাওয়ার বেশী। তো আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, যে এই বাজারের যে দোকানগুলা, এখানে কি সব ধরনের ঔষধ আছে নাকি হচ্ছে শুধু কম দামী ঔষধ?

উত্তরদাতা:আছে, আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে? সব ধরনেরই আছে, না? আচ্ছা। আপনি মানে এটা কেমনে বোঝেন যে সব ধরনের আছে?

উত্তরদাতা:আমি, এলাকার ওরা জানে। আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:এলাকার মানুষ জানে? আচ্ছা।

উত্তরদাতা:মামাতো বোনেরা আইনা খাই।----- বোতল আনে, কতধরনের ঔষধ আনতেছে, খায়তেছে। -----আছে একটা।

প্রশ্নর্কতা:দামী? দামী না ঐগুলা? আচ্ছা। এন্টিবায়োটিকের, এখন যদি একটু বলেন যে খালা, এন্টিবায়োটিকের নাম তো শুনছেন। ঔষধ। এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক আসলে ঔষধ

উত্তরদাতা:ঐটা মনে করো অনেক ধরনের কাজ করে। এরা কাটা ঘায়ের কাজ করে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:কি কাজ করে একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতা:এমনে পায়ে কাটলো, কাটলো, হারলো (সারলো)। তারপর মনে করো যে গ্যাষ্ট্রিকে পেটে ঘা হলে একটু খেলে একটু হারলো। আমি দুইটা মনে করো যে, এটা ঐটা, তাছাড়া আমি খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। তাহলে কাটা ছেড়ার জন্য আপনি বললেন একটা, গ্যষ্ট্রিকে পেটে ঘা হলে ঐটার জন্য বললেন একটা এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:হ্যা, তাছাড়া আমি কোন হাবিজাবি ঔষধ খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটার জন্য আপনি খায়ছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। আর তাছাড়া আর কোন ঔষধ খাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:কি খায়ছিলেন এন্টিবায়োটিক, খালা? খেয়াল আছে এটা?

উত্তরদাতা:কোনটা যে খাইছি তা কইবার পারুমনা। কোন কোম্পানিরটা যে খাইছি,

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধটার নামটা কি ছিল? কোম্পানি না, ঔষধের নামটা

উত্তরদাতা:কোম্পানি যে কি, তা তো কইবার পারুম না। বেশী না। দুইটা বড়ি আনছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতক্ষন পরপর খায়ছেন?

উত্তরদাতা:খাইছিলাম ঐটা দুপুরে একটা, বিকালে একটা সকালে একটা। দুইবেলা দিছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:দুইবেলা। কয়দিন খায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:রাতে খাওয়ার পরে আমারে।

প্রশ্নর্কতা:কয়দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা:খাইছিলাম দুইদিন খাইছি। আমি বেশী ঔষধ আনছিলাম না। একশো টাকার ঔষধ আনছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:মানে উনি ডাক্তার লিখছিল কয়দিনের জন্য? কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: ডা:১২ এর কাছে গেছিলাম। ডা:১২ বলছিল, চাচী, আরো নিয়া খাও। আমি কইলাম, না। কয়, এতা কম ঔষধে হারবোনা। হ্যা, কমেই আমার হারবো। আমি ডাক্তার হইয়া গেছিগা। পরে -----২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:ডা:১২ ডাক্তার কয়দিনের জন্য বলছিল নিতে?

উত্তরদাতা:নিয়ে খাওগা, চার পাঁচদিন নিয়া খাওগা। ভালো হয়বে। আমি কই, না, ভাই। আমি কম কমই নিমু। ফুরায়লে আবার নিমু নি। তো আমার অল্পতে হারছে। তো আমি রমজানের কাছে বললাম যায়য়া, ভাই , অল্প ঔষধে আমার হারছে। আপনি তো নিবার কইছিলেন। অল্পতেই সেরে গেছেগা।

প্রশ্নর্কতা:সেরে গেছে? আর পরে আর আনেন নি?

উত্তরদাতা:আর আনি নি।

প্রশ্নর্কতা:উনি চার পাঁচ দিনের জন্য দিছিল। আপনি আনছিলেন দুইদিনের জন্য? আসি খায়য়া ভালো হয়ে গেছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো হয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা:এখন যে খালা এন্টিবায়োটিক যে খায়ছিলেন, এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এটা বলতে

উত্তরদাতা:ওরা কি হয়ছে, ওরা মনে করো যখন খামু, তখন একটু ভালা আছিল এই পেট টা। তারপর আবার খাওয়া বাদ দিছি। তারপর আবার হেইরকম ফুলছে।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতা:ঐটা কোন কাজ করেনা গো।

প্রশ্নর্কতা:তো আমি এখন যেটা বলতেছিলাম

উত্তরদাতা:এক একটা বড়ি ত্রিশ টাকা দাম নিছিল। ঢাকা নিছিল, মির্জাপুর নিছিল ঐ দামই। হগল খানে ঐ এক দাম।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আমি এখন যেটা বলতেছি খালা, এন্টিবায়োটিক, আমরা বলি না? এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক। আসলে এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কি? এটা কি, জিনিসটা

উত্তরদাতা:ঐটা জানিনা। ঐটা খাইছিলাম, দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কয় পেটের ইয়েটা

প্রশ্নর্কতা:এমনে পাওয়ারের ঔষধ বা এই ধরনের নাম শুনছেন না যে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:ঐ পাঁচশো পাওয়ার আছিল। পাঁচশো পাওয়ার।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচশো পাওয়ার। হ্যা, পাঁচশো পাওয়ারের। তো এই ঔষধটা আসলে কি মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে এন্টিবায়োটিক যে ঔষধ, এটা আসলে

উত্তরদাতা:আপনিও তো জানতে চাইবেন যে, কি ঔষধ, কি কাজটা করলোনা ক্যা আমারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনাকে

উত্তরদাতা:পাঁচশোরপাওয়ার নামে খাইলাম। ঐটা কাজ করলোনা ক্যা?

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কোন জ্বর বা ডায়রিয়ার জন্য ডাক্তারে দিল। সাধারনত এটা ধরেন দুইটা ট্যাবলেট, দিনে দুইটা করে পাঁচদিন, সাতদিনের জন্য খাওয়ার জন্য বলে। মানে আপনি কি এই ধরনের ঔষধের যেটা যে বললেন আমাকে। এই ধরনের মানে এটাকে যদি আমরা পাওয়ারের ঔষধ বলি, এটা কি আপনি খেয়াল করতে পারেন যে আসলে এন্টিবায়োটিকটা কি বা এই জিনিসটা কি?

উত্তরদাতা:না। খেয়াল করতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:যেমন আমি আপনাকে, আমার কাছে এন্টিবায়োটিক আছে। আমি অপাপনাাকে একুট দেখাই। এইযে ধরেন যে এন্টিবায়োটিক, এইযে ধরেন এইযে একটা ঔষধ। এই যে দেখেন লাল বড়ি যেটা, এটা

উত্তরদাতা:এটা তো মনে হয় ঘা শুকায়।

প্রশ্নর্কতা:এইযে ফাইমক্সিল। ফাইমক্সিল, এটা কি শুকায়, ঘা শুকায়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমি অবশ্য ডাক্তার না। আমিও ভালো জানিনা। ক্যাপসুল, এইযে ফাইমক্সিল। এটা ধরেন পাঁচশো এমজি। এটা পাঁচশো পাওয়ারের। সানোফি কোম্পানির। এটা সানোফি কোম্পানির হচ্ছে যে, ফাইমক্সিল, পাঁচশো।

উত্তরদাতা: পাঁচশো।

প্রশ্নর্কতা:এরকম এন্টিবায়োটিক জিনিসটা আসলে কি, খালা আমাকে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ওরা কি বলে যে, কাটাছেড়া সারবো। তারপর ব্যথা কমবো। ঠান্ডা, ঐটা তিন পদের কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:আর কি কাজ করে?

উত্তরদাতা:মনে করো যে ঘায়ের কাজ করবো, তাদের কাটা ঘায়ের কাজ করবো। তাদের বুকের মধ্যে ব্যথা করলে হেরার ঠান্ডা কইরা দিবো। তিনটা কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:ওরে বাবা, অনেক কাজ একটা এন্টিবায়োটিকের। আমি তো আসলে ডাক্তার না। আপনারা খায়তে খায়তে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ছে। আমি তো নিজেও এটা জানিনা।

উত্তরদাতা:জানি কোন ঔষধে কোন কাজ করতেছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এই এন্টিবায়োটিকের কাজটা কি খালা?

উত্তরদাতা:কি কাজ, এইযে কইলাম।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, এগুলা বললেন। কিন্তু এখন ঐযে এন্টিবায়োটিকটা যদি আমরা কে বলেনা ধরেন যে এইটা একটা ঔষধ। এটা কি কি কাজ করে এটা বললেন। মানে এন্টিবায়োটিকটা কার বিরুদ্ধে কাজ করে? শরীরে তো যেকোন একটা কারনে অসুখটা হয়? ঠিক না? তো হওয়ার পরে

উত্তরদাতা:অসুখটা হলো মনে করন যে গ্যাষ্ট্রিকে আলসারের অসুখ হলো। কোদালে কাইটা গেল। এরকম বুকের মধ্যে ঠান্ডা লাগলো, বৃষ্টিতে ভিজলাম, ঠান্ডা লাগলো। ঐ ঠান্ডাটা থেকে ইয়ে হয়লো। এই তিন পদের কাজ করবো।

প্রশ্নর্কতা:তো এই ঔষধগুলো আপনারা কোথা থেকে পান? বাঁশতৈল বাজারে পান এখানে?

উত্তরদাতা:সবখানে পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:পাওয়া যায়? মানে আপনি কোন জায়গা থেকে কিনেন এই ধরনের ঔষধ? বাঁশতৈল থেকে কিনেন নাকি অন্য জায়গা থেকে কিনেন?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল থেকে কিনি। যেইডা সুযোগ পাই, হেইডাই কিনি।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সময় কোন জায়গা থেকে কিনেন?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল বাজারেই কিনি।

প্রশ্নর্কতা:কেন বাঁশতৈল থেকে কিনেন, খালা?

উত্তরদাতা:হগল খানেই কিনি। মির্জাপুর গেলেও আনি। টাঙ্গাইল গেলে আনি। হয়তো স্বামীর বাড়ি গেলেও কিনি ঐহানে। যখন যেখানে সুযোগ পাই , ঐহানেই কিনি , ফুরালে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু বাঁশতৈল থেকে কি বেশী কেনা হয় নাকি ক কেনা হয়?

উত্তরদাতা:আমার বাড়ি হচ্ছে সেখানে। আমি এখান থেকে কিনমুনা কোন জায়গা থেকে কিনুম?

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। বাঁশতৈল যেহেতু বাড়ি, এজন্য এখান থেকে নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাড়ি আমার এহানেই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক যে কিনেন এখানে ডা:১২ ডাক্তার বা ডা:১১ ডাক্তারের কাছে গেলে কোন প্রেসক্রিপশন লাগে? কোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। লইয়া যাই।

প্রশ্নর্কতা:লইয়া যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর যদি প্রেসক্রিপশন ছাড়া কি বেশীরভাগ সময় যান নাকি

উত্তরদাতা:না, না। আমরা যেকোন পরীক্ষার কাগজ আমরা দেখাই। ঐ দেহায়লে যে ডাক্তার যেভাবে লেইখা দেয়, ঐভাবে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন সময় ধরেন আপনি ডাক্তার দেখাতে পারলেন নান। জরুরী তার কাছে গেলেন যে, আমার অবস্থা খারাপ। আমাকে একটু দেখেন আপনি।

উত্তরদাতা:হ্যা। ডাক্তার দেহায়য়া

প্রশ্নর্কতা:তখন সে কি এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। ডা:১২ দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:দিতে পারে।

উত্তরদাতা: ডা:১২ দিতে পারে। আর কোন ডাক্তার দিতে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো ডা:১২ যে দেয়, সে কি কোন প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয় নাকি মুখে বলে দেয় বা ঔষধ দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা:মুখে বলে ঔষধ খাইছিলাম। খেয়ে হারছি।

প্রশ্নর্কতা:মুখে দিয়ে দেয়? মানে কয়দিনের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা:দুইতিন দিন, পাঁচদিনের দেয়। একটা কোর্স আছে খাওয়ার। সাতদিনের আছে, পাঁচদিনের দেয় একটা, তিনদিনের দেয় একটা। আমার তিনদিনেরটা দিছিলাম, খাইয়া ভালা হয়ছে নি। আজকে এইযে পাঁচমাস হইয়া গেছে আমি একমাস ভুগছি হইলো এই ব্যথা নিয়া।

প্রশ্নর্কতা:এইযে বললেন তিনদিন, পাঁচদিন বা সাতদিনের জন্য সে দিল। এটা দিনে কয়বার করে খায়তে হয়, খালা?

উত্তরদাতা:একটা আছে দুপুরে আর সকাল বিকাল খাইছি দুইটা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। খায়তে হয়। এটা আপনি কি মনে করেন, যে কয়দিনের জন্য খায়তে বলে ডাক্তার, ঐ কয়দিন খেলে ভালো নাকি আমার অসুখ সেরে গেলে আমি আর খেলাম না।

উত্তরদাতা:সাতদিনের দিলো, তিনদিন খেলাম, ভালো হইয়া গেছিগা। আর খাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সময় কি যে কয়দিন খেয়ে ভালো হয়ে যান, আর খাননা নাকি

উত্তরদাতা:না।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:যে কয়দিন দেয়, পুরোটাই

উত্তরদাতা:খাইনা, খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আর খাননা?

উত্তরদাতা:ভালো হইলে খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন খাননা, খালা?

উত্তরদাতা: আমি ভালো হয়ে গেছি, খাইনা।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু ডাক্তার যে লিখে দিছে আরো বেশী দিন?

উত্তরদাতা: না। খাইনা।

প্রশ্নর্কতা: না। ডাক্তার তো আরো বেশী লিখে দিছে। কিন্তু আপনি কম খাচ্ছেন কেন তাহলে?

উত্তরদাতা: কম খাইছি, আমার হারছে।

প্রশ্নর্কতা:সেরে গেছে, সেজন্য।

উত্তরদাতা: আল্লাহ হারায় দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আল্লাহ সারায় দিছে, এজন্য আর খাচ্ছেন না। আচ্ছা, এইযে এন্টিবায়োটিক, আপনি বললেন একটা আমি যে দেখায়ছিলাম একটা। আপনি বলছেন। তো এরকম আপনার কোন পছন্দের এন্টিবায়োটিক আছে যে ব্যথার জন্য বা আপনি যে কারনে কষ্ট পাচ্ছেন, অসুস্থ, আপনি কোন এন্টিবায়োটিক যে এই এন্টিবায়োটিক আমি পছন্দ করি। এই এন্টিবায়োটিকটা আমি খেলাম।

উত্তরদাতা:না, না। পছন্দ করে খাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:পচন্দের এরকম কিছু নাই?

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার যেটা দেয়, ঐটাই খাই।

উত্তরদাতা:হ্যা, ডাক্তারের কাছে বলি যে আমার এই জায়গায় এরকম লাগে, ঐ জায়গায়, রমজানে, ও মনে করো যে দেইখাই ও একলাই, বইলা দিমু আমার এরকম, ও ঔষধ দিয়া দেয়, হেইডাতে হারে।

প্রশ্নর্কতা:এই শেষবার যে রমজানের কাছে গেছিলেন, আপা, এটা কবে গেছিলেন? যে এন্টিবায়োটিক দিছিল আপনাকে কতদিন আগে? খেয়াল করতে পারেন?

উত্তরদাতা:এরা প্রায় পাঁচমাস, পাঁচ ছয় মাস আগে। পাঁচ ছয় মাস হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ ছয় মাস হয়ছে। পাঁচ ছয় মাস আগে গেছিলেন, আচ্ছা। কার জন্য, কার সমস্যার জন্য

উত্তরদাতা:আমার জন্য ই গেছি ঐযে কোমরের ব্যথায়।

প্রশ্নর্কতা:ব্যথার জন্য? মা ে ন সে কি করছিল যেয়ে যখন বলছেন, আমার কোমরে ব্যথা?

উত্তরদাতা:তখন আমারে ঔষধ দিল। নিয়ম

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ দিছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কিছু?

উত্তরদাতা:না। পরীক্ষা ছাড়াই দিছিল। ------হারছি।৩১:১৮

প্রশ্নর্কতা:মানে কয়দিনের জন্য দিছিল? কয়দিনের জন্য ঔষধ?

উত্তরদাতা:ওরা তিনদিনের জন্য দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:কতগুলো ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:দিছিল, একশো টাকার ঔষধ আনছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:একশো টাকার? কয়টা ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা:কয়টা মনে করো সকাল বিকাল, আপনার সকাল বিকাল দিল দুইটা, দুপুরে দিল একটা। দিনে তিনটা কইরা।

প্রশ্নর্কতা:দিনে তিনটা করে কয়দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা:তিনদিনের।

প্রশ্নর্কতা:তিনদিনের।

উত্তরদাতা:একশো টাকার।

প্রশ্নর্কতা:একশো টাকার নয়টা। তো মানে এগুলা উনার দোকান থেকে কিনছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। দোকান থেকে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সে কোন কাগজে, প্রেসক্রিপশনে লিখে দিছিল সে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তারপর হচ্ছে যে একশো, কত টাকা লাগছিল? একশো টাকা?

উত্তরদাতা:একশো টাকাই নিছিল।

প্রশ্নর্কতা:এই একশো টাকা দিয়ে আপনি নয়টা ঔষধ কিনছিলেন, এটা কি দাম বেশী খালা নাকি কম?

উত্তরদাতা:দাম কম।

প্রশ্নর্কতা:কম মনে হচ্ছে আপনার কাছে? নয়টা ট্যাবলেট একশো টাকা। দাম কি

উত্তরদাতা:একটা দশ টাকা আছিল, একটা পাঁচ টাকা আছিল।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি কম নাকি বেশী?

উত্তরদাতা:বেশী নিছে, কম নিছে, তা জানে কেডা? যা কইছে, দিছি।

প্রশ্নর্কতা:আপনার মতে, আপনার মতে। দাম কি বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:আমার মত, তাও দাম কম নিছে এক হিসেবে।

প্রশ্নর্কতা:কম নিছে?

উত্তরদাতা:কম নিছে কিল্লায়গা, আমি মির্জাপুর এক হাজার টাকার ঔষধ আনলাম। আইনা--- কাঁচা দুধ খাইছিলাম ফ্রিজ থেকে। -- ৩২:২৪

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐটা খেয়েও আপনি ভালো উপকার পাননি?

উত্তরদাতা:ভালো উপকার পাইছি এটা। ঐটা পাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:এটাতে উপকার পাইছেন? আচ্ছা। মানে আপনি কি ঔষধগুলো খেয়ে খুশি হয়ছিলেন রমজানের থেকে?

উত্তরদাতা:ঔষধ এখন আছে। দেখিগা, পাতা নিয়ে আহিগা।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি দেখবো, খালা। শেষের দিকে দেখবো। তো মানে আপনি কি, ডা:১২ ডাক্তার যে ঔষধ দিছিল, সবগুলা ঔষধ তিনদিনের জন্য। সবগুলা কি খায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:সবডি খাইছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলো। আর এমনি বেশীরভাগ সময় আপনি যেটা বলতেছিলেন যে , ঔষধ আনার পরে খায়তে থাকেন। যেদিন ভালো হয়ে যান, এরপর আর খাননা?

উত্তরদাতা:খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি বেশী সময় করেন

উত্তরদাতা:না। আমি সবসময় করি। আমি মনে করেন বেশী খাইনা। আমি মনে করেন ঔষধ দুই একদিন খামু, সেরে যায়বোগা। আমি আর ঔষধ খামুনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:খাইনা। আল্লাহ হারায় দিছে, খাইনা।

প্রশ্নর্কতা: আল্লাহ সারায় দিছে, এজন্য আর খাননা। কিন্তু যে ঔষধগুলা

উত্তরদাতা:ভালো লাগে। খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:যেগুলা কিনে আনছিলেন খালা, ঐগুলা কি করেন, যেগুলা রয়ে যায়? মানে আপনি কি কেনার সময় কম করে কিনেন নাকি?

উত্তরদাতা:কম করে কিনি আমি। আমি আগে দেখি ঔষধ আমার শরীরে খাটবো কিনা। আমার কোন ইয়ে লাগে কিনা, খাওয়া যদি ভালো লাগে, তাহলে আমি আনি। আমি এত বড় বোঝা আমি আগে কিনুম না। দুইহাজার টাকার ঔষধ কিনা পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার আপনাকে দুই হাজার টাকার ঔষধ দিল। আপনি কত টাকার কিনেন?

উত্তরদাতা:আমি প্রথম কিনি দুইশো। একশো টাকার ঔষধ কিইনা দেখি। শরীরে আমার খাটছে কিনা। যদি আমার শরীরে খাটে ঐটা, তাহলে আমি ঐটাই কিনুম, নাহলে আমি কিনুম না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ডাক্তার যতই লিখুক মানে

উত্তরদাতা লেখে তো। দুই হাজার টাকার ঔষধ লিখে। আমি আনিনা। কোন কোম্পানি ভালো লাগে, আগে এইডা দেইখা লই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোম্পানিটাও আপনি দেখেন, না? তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি খালা,ধরেন নিজের অথবা আপনার পরিবারের যে আরো সদস্য আছে, খালা বা জামাই। ওদের এন্টিবায়োটিক লাগতে পারে, এটা চিন্তা করে আপনি কি কোন সময় এন্টিবায়োটিক কি রেখে দেন, যে আমি এইযে এন্টিবায়োটিকটা আনছি, আমার স্বামীর বা আমার খালারও তো সেম সমস্যা। তাহলে কিছু ঔষধ বাইছা গেছে, এগুলা

উত্তরদাতা:না। আমার স্বামী খায়ছে না। স্বামী---৩৪:০০

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার ঔষধটাই খায়ছিল?

উত্তরদাতা:আমারটাই খায়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি প্রায় সময় হয়? যে মানে আপনি যেটা আগে ধরেন আপনার খালা

উত্তরদাতা:খায়ছে , আমাগোর আব্বু খায়ছে ধরেন এক বছর হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার খালা?

উত্তরদাতা:উনি খায়না। ঐযে কলে আটকায়ছিল, আমাগো নাতিরে খাওয়াইছিলাম। ঐযে দশ বছর, সাত বছর।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কি আপনার ঔষধ ঐ যে বাঁচছিল

উত্তরদাতা:ঐযে কলে আটকায়ছিল এই জায়গায়। ওরে খাওয়ায়ছিলাম এটা।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা? মানে ঐটা কি আপনার বাঁচছিল, ঐ বাঁচা ঔষধ খাওয়ায়ছিলেন নাকি নতুন

উত্তরদাতা:না। আমি নতুন ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। ডা:১২ দেখে ওরে ঔষধ দিছিল। বলে, এটা খাওয়ালে ঘা টা শুকায়বো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন ঘরে যে ঔষধগুলা আছে খালা, এগুলা কি , আপনি তো এখন সুস্থ, সবাইতো এখন সুস্থ।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কখনকার ঔষধ, কিসের ঔষধ?

উত্তরদাতা:এইযে আপনের আমাগো আব্বুর অসুখ হয়ছে দশ দিন ধইরা।এটা থুইয়া গেছে, সেকলো এক পাতা থুইয়া গেছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে উনি কি অসুস্থ ছিল যখন যাচ্ছিল?

উত্তরদাতা:আমি আছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:আপনি আছিলেন। এখন সুস্থ হয়ে গেছেন, খাওয়ার পরে ঐগুলা ঘরে রয়ে গেছে, নাকি?

উত্তরদাতা:খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:খাননা।

উত্তরদাতা:যখন উঠে তখন খামু। তো এহন উঠেইনা আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন আবার যদি আল্লাহ না করুক, অসুস্থ হন

উত্তরদাতা:এখন আমার এই পরীক্ষা টা করার

প্রশ্নর্কতা:না। এটা আমি দেখি, আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বললে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, খালা এখন যেটা বলতেছি যে, এন্টিবায়োটিকের গায়ে, ঔষধের গায়ে একটা ডেট লেখা থাকে, যেটা কত মাস কত বছর পর্যন্ত খাওয়া যাবে

উত্তরদাতা:ঐটা ডাক্তাররে বইলা আনি।

প্রশ্নর্কতা:বলে আনেন?

উত্তরদাতা:বইলা আনি যে এটা ডেট আছে কিনা। যদি না থাকে, তাহলে অহন কন, আমি ঔষধ আর নিমুনা। তাহলে আমি ফেরত দিমুইনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কে চেক করে? ডাক্তার দিয়ে আপনি চেক করেন নাকি আপনি নিজেই চেক করেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তার চেক করে। আমি নিজেও চেক করি। আমার অন্য মানুষ দিয়া। আমার লোক আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক যেটা, এটা মানুষের ক্ষতি করতে পারে, খালা?

উত্তরদাতা:ক্ষতি করবো কিল্লায়গা। ক্ষতি কি কি, মনে করো আমি তো ক্ষতি বুঝিনা। ক্ষতি কি বুঝিনা তো।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন যেকোন একটা জিনিসের উপকারি দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। ঔষধ তো ভালো করে। আবার ঔষধ রিএকশন করে না? বলে না?

উত্তরদাতা:এইডা আবার ঘা হুকায়য়া যায়গা। খায়লে ঘা হুকায়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঘা শুকায়ে যায়। কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারে খালা?

উত্তরদাতা:না। কোন ক্ষতি মতি হয়না।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন অনেকে বলে না, ঔষধে রিএকশন করছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যে এরকম কোন রিএকশন হতে পারে এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে?

উত্তরদাতা:না। হয়নি। এটা কোন ক্ষতি হয়ছে, আবার হয়ও।

প্রশ্নর্কতা:না, হয় কিনা?

উত্তরদাতা:এইডা খেলে না শরীর দুর্বল হয়।

প্রশ্নর্কতা: শরীর দুর্বল হয়। আর কি হয় খালা?

উত্তরদাতা:শরীর ঝিমঝিম করে আবার শরীর টানে এইডায় বেশী।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক খেলে? আর কি হয়?

উত্তরদাতা:ঔষধ খেয়ে ধরছি

প্রশ্নর্কতা:না। ভালো বলতেছেন খালা? আর কি হয়?

উত্তরদাতা:আর কিছু বুঝি নাই। বুঝছি আমি এটুকুই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইযে ঝিমঝিম বা

উত্তরদাতা:বেগে (সবাই) পাইরবোনা ঔষধের খবর। বেগ মহিলা জানেনা। আমি খাইছি, আমি জানি।

প্রশ্নর্কতা:এই যে শরীর দুর্বল হয়, ঝিমঝিম করে বললেন খালা, এটা ছাড়া আর কোন সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:না। আর নেই।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন সমস্যা হয়না?

উত্তরদাতা:আছে তো আরো।

প্রশ্নর্কতা:কি হয় বলেন তো।

উত্তরদাতা:তলপেটে মনে করো ব্যথা করে।

প্রশ্নর্কতা:তলপেটে ব্যথা করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ব্যথা আছে। নাভির নীচ দিয়ে ব্যথা। নাভির মধ্যে চাক্কা বাইন্ধা ব্যথা। নাভির মধ্যে গাড়ির চাক্কার মতো ব্যথা, হাত দেওয়া যায়না। এইযে এভাবে টিপ দেওন যায়না। এই জায়গাটার মধ্যে। ব্যথা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি একটা ভালো ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করলে আমার মনে হয় এটা ভালো আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যাবেন। তো এখন যেটা বলতেছিলাম খালা এইযে আপনার গরু পালেন

উত্তরদাতা:ডাক্তার দেখিয়ে দেন। কোন ডাক্তার ভালো ডাক্তার হেইডার নাম কন।

প্রশ্নর্কতা:আমি তো এখানকার কেউ না। দেখি আমি আপনাদের এখানে ভাইরা যারা আছে, তাদের সাথে কথা বলে, আপনিও আমার মনে হয় আলোচনা করলে অথবা ডা:১২ বা ডা:১১ ডাক্তারের কাছে গেলে ওরাও ভালো বলতে পারবে। আমি তো আসলে বাহির থেকে আসছি, খালা। বুঝছেন না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন যেটা বলছিলাম যে ধরেন আপনার এইযে গরু আছে খালা, এই গরুগুলাকে কোন সময় ঔষধ খাওয়ায়ছেন, এগুলা অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতা:অসুস্থ, কৃমির ঔষধ খাওয়ায়ছিলাম এক বছর হয়।

প্রশ্নর্কতা:এখন কি সুস্থ আছে গরুগুলা?

উত্তরদাতা:আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ আছে। এগুলাকে কৃমির ঔষধ খাওয়ায়ছেন এক বছর আগে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর কোন ঔষধ খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:না। আর কোন ঔষধ খাওয়াইনি।

প্রশ্নর্কতা:গরুকে যে এই ঔষধটা খাওয়াতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। গরুর অসুখ হলেও আমি, আবার গরু কোনটা খাওয়ান গেলেও আমি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি এই গরুগুলাকে কোন সময় খালা এন্টিবায়োটিক খাওয়ায়ছিলেন? এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:না। ঐটা খাওয়াই নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে খেয়াল করতে পারেন বিগত ছয়মাস বা এক বছরের মধ্যে বা আরো

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কবে?

উত্তরদাতা:আমি দিশা পাই নাতো। কালা নালির মতো পড়ে, তারপর

প্রশ্নর্কতা:কোনদিক দিয়ে পড়ে?

উত্তরদাতা:পায়খানার রাস্তা দিয়ে পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:কালো কালো। তারপর?

উত্তরদাতা:তারপর খয়েরি খয়েরি পড়ে। তো এমনিই হারছে। কোন ঔষধ খাওয়াই নাই। বুঝি না তো।

প্রশ্নর্কতা:তারপর ঔষধ খাওয়ান নাই? ডাক্তার দেখান নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা ভালো হয়ছে কেমনে খালা?

উত্তরদাতা:একাই ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন অসুস্থ এরকম ছিল?

উত্তরদাতা:প্রায় সাত আষ্ট মাস।

প্রশ্নর্কতা:সাত আট মাস ছিল।

উত্তরদাতা:সাত আষ্ট মাস হয়ছে। আট মাস।

প্রশ্নর্কতা:আট মাস আগের ঘটনা। তো এরকম যে কালো কালো পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ছে গরুর। এটা কতদিন এরকম ছিল মানে সে অসুস্থ?

উত্তরদাতা:আটমাস।

প্রশ্নর্কতা:আটমাস অসুস্থ ছিল এরকম?

উত্তরদাতা:অসুখ বুঝিনা। বেগের কাছে কয়ে টয়ে , সবাই কয়, অসুবিধা হয়বোনা। এরা বিভিন্ন রকম পায়খানা করে।

প্রশ্নর্কতা:আটমাস ধরে এরকম পায়খানা করছে?

উত্তরদাতা:না। একদিন হয়ছে। আটমাস চলে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আট মাস আগে হয়ছিল। একদিন।

উত্তরদাতা:আর হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর হয় নাই। আচ্ছা। তো এটার জন্য কোন ডাক্তার বা ঔষধ খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:না। কোন ঔষধ খাওয়াই নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনি কি মনে করতে পারেন যে, আর কোন সমস্যা হয়ছিল কিনা গরুর?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:বা গরুর বাচ্চার?

উত্তরদাতা:গরুর হয়ছে। গরুর যে বাচ্চা হয়তে নাড়ে জলান পড়ছিলনা। ডাক্তারে ------৩৯:৩৭

প্রশ্নর্কতা:জলান মানে কি হয়ছিল?

উত্তরদাতা:ঝরা পড়ছিলনা। তাই ডাক্তার আনছিলাম। ঐযে

প্রশ্নর্কতা:ঐযে যেটা ইয়া থাকে, ফুল যেটা

উত্তরদাতা:ফুলটা পড়ছিলনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পরে রক্ত বের হচ্ছিল?

উত্তরদাতা:না। রক্ত মক্ত বের হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:তারপর

উত্তরদাতা:ডাক্তার আইনা ফেলায়লাম। টাকা গেল পাঁচশো টাকা।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচশো টাকা। কোথা থেকে আনছিলেন ডাক্তার খালা?

উত্তরদাতা:বাঁশতৈল বাজার থেকে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন ডাক্তার এটা? কিসের, কি নাম?৪০:০০

উত্তরদাতা:ডা:১৫, ডা:১৫ ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: ডা:১৫ ডাক্তার। উনি কি মানে পাস করা বড় গরুর ডাক্তার নাকি?

উত্তরদাতা:পাস কইরার আইছে ঢাকা থেকে। বড় ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:ঢাকা থেকে? বড় ডাক্তার, না? কত টাকা ভিজিট নিছিল?

উত্তরদাতা:না। ঔষধের দাম নিছিল। মামাত ভাই, ফুফাতো ভাই। খালি ঔষধের দাম নিছে।

প্রশ্নর্কতা:কত বললেন, পাঁচশো?

উত্তরদাতা:পাঁচশো টাকা।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধের দাম? তো মানে সে কোন ঔষধ দিছিল খালা? কোন এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:দিছিল। গরম পানি টানি কইরা,---৪০:২৯- একলাই বেরিয়ে পড়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:কি কি ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:কি কি ঔষধ দিছে, তা কইতাম পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক জাতীয় তো কোন ঔষধ

উত্তরদাতা:আমি জানিনা। ডাক্তারে কি ঔষধ দিছে

প্রশ্নর্কতা:তো যেটা বলতেছিলাম যে খালা, মানে ঐ একদিনেই কি গরু ভালো হয়ে গেছিল নাকি কয়দিনের জন্য ঔষধ খায়ছিল?

উত্তরদাতা:না। একদিনে ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধ দিছিল যে ডা:১৫ ডাক্তার, সেটা কয়দিন খায়ছিল, গরুর ডাক্তার যিনি

উত্তরদাতা:খায়বো ক্যা? ঐটা ফুল পইড়া গেল। গরু এমনি ভালো হয়ে গেল।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়ে গেছে। ঔষধ আর দেয় নাই?

উত্তরদাতা:না। ফুল পড়লে তো ঠিক হয়ে যায়গা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। না, হ্যা,সেটাই। তো এখন, অবশ্য আমি ভালো জানিনা। তো এখন আপনি কি পশুগুলাকে, আপনি কি মনে করেন যে মানে এইযে ফুল ফেলায় দিছে, ভালো হয়ে গেছে। আর কোন ঔষধ খায়তে হয় নাই। আর একটা বললেন যে, পায়খানার রাস্তা দিয়ে তার কালো কালো কি জানি বের হচ্ছিল, ঐটা কয়দিন ছিল ঐটা?

উত্তরদাতা:ঐটা আমাশার মতো আমাশা আমাশা।

প্রশ্নর্কতা: আমাশা আমাশা। পরে ভালো হয়ে গেছিল।

উত্তরদাতা:ভালো হয়ছিল। আপনার ঐযে ইয়ে খাওয়াইছিলাম। কাঁচা হলুদ খাওয়াইছিলাম, বেটে। তারপর ঐযে গাছনটা খাওয়াইছিলাম।----- গোল পাতা।

প্রশ্নর্কতা:গোল পাতা। কি এটা?

উত্তরদাতা:আমাশার ঔষধ, আগের মাইনষে এগুলা খাওয়ায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কি বলে এগুলারে?

উত্তরদাতা:বুঝিনা। কি পাতা জানি কয়।

প্রশ্নর্কতা:গোল না?

উত্তরদাতা:গোল পাতা।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে ছোট ছোট?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ছোট ছোট গোল পাতা। মানুষ যে খায়, ঐটা নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা। মাইনষে খায় আমাশা হলে।

প্রশ্নর্কতা:ও, গোল গোল পাতা ঐগুলা। থানকুনি পাতা নাকি কি জানি বলে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:পুদিনা, থানকুনি আমরা যেরকম খাই, ঐরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো খালা, এখন কি আপনার কোন গরুর কোন ঔষধ ঘরে রাখা আছে, খালা?

উত্তরদাতা:উহু।

প্রশ্নর্কতা:গরু এইযে লাষ্ট যে অসুস্থ হয়ছিল, এটা কতদিন আগে বলছিলেন?

উত্তরদাতা:কতদিন আগে?

প্রশ্নর্কতা:আটমাস আগে বলছিলেন

উত্তরদাতা:হ্যা, আটমাস

প্রশ্নর্কতা:ঐযে ইয়ে পড়ছিল। আর বাচ্চার যে ফুল, ইয়ে ছিল, এটা কতদিন আগে? বিয়ায়ছে কতদনি হলো , তিনমাস?

উত্তরদাতা:না। কোনটা কোনটা, এহন না। একবছর হয়ে গেছেগা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর বাচ্চা হয়ছে কয় মাস বললেন?

উত্তরদাতা:বাচ্চা হয়ছে তিনমাস।

প্রশ্নর্কতা:তিনমাস। তখন এই ফুলের সমস্যা হয়ছিল?

উত্তরদাতা:না,না। এটার হয়নি। এটা ভালো আছে।

প্রশ্নর্কতা:এর আগেরটা?

উত্তরদাতা:হেইডার আগে হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐটা কতদিন আগের কথা খালা?

উত্তরদাতা:এটা মনে হয় বছর হয়ে গেলগা। দেড় বছর।

প্রশ্নর্কতা:বছর দেড়বছর হয়ছে।

উত্তরদাতা:তারপর আমার গরুর কোন অসুখ হয় নাই আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক টাইপের কোন ঔষধ কি খাওয়ায়ছেন গরুরে কোন সময়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই গরু পালতেছেন কতদিন ধরে আজকে?

উত্তরদাতা:গরু পালতেছি আট দশ বছর, পনের বছর।

প্রশ্নর্কতা: তো এই দশ পনের বছরের মধ্যে কোন সময় কি ঔষধ খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:না। কৃমির ঔষধও খাওয়াইনাই আমি এহনো। তো এলাকার কয়তেছে যে, কোন কৃমির ঔষধ খাওয়ায়--৪৩:০০-- কি কয়লো, বুঝিনা কথা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, খালা এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স এই কথাটা কি শুনেছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:উহু।

প্রশ্নর্কতা: রেজিষ্টেন্স কি বুঝেন, এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এটা বুঝেনা ।না? তো আমি যদি একটা উদাহরন দিই খালা। ধরেন অনেক সময় শুনবেন ডাক্তাররা বা কেউ বা রেজিষ্টেন্স যে তুমি যদি অনেক দিন ঔষধ খাও, বা তুমি যদি ঔষধ খাও, তাহলে ঔষধে কাজ করতেছেনা। এরকম হয়না? শুনছেন না ঔষধে কাজ করতেছেনা। তো এটাকে যদি আমরা বলি যে রেজিষ্টেন্স হয়ে গেছে। ঔষধ রেজিষ্টেন্স হয়ে গেছে। ঔষধে কাজ করতেছেনা। এই সর্ম্পকে আপনার কোন আইডিয়া আছে? ধারনা আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:যে মানে ঔষধ কাজ করতেছেনা মানে কি বোঝায়? বা এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স

উত্তরদাতা:এগুলা বুঝিনা। বুঝিনা।

প্রশ্নর্কতা:এক মিনিট।

উত্তরদাতা:আর এক মিনিট পারুমনা।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন খালা একটা ঔষধ অনেক দিন ধরে আপনার কাজ করতেছেনা। একটা ঔষধ খায়লেন। তো ঔষধটা কাজ করতেছেনা। তো যদি ঔষধ কাজ না করে, তাহলে মানে কি কাজ করলে ঔষধটা মানে মানুষের শরীরে কাজ করবে? এটা যাতে মানুষের শরীরে কাজ করে এজন্য কি কাজ করা যায়?

উত্তরদাতা:কাজ পাইতেছিনা। খায়তেছি, সেকলো খায়তেছি, কতরকম ঔষধ খায়তেছি। কোন কাজ হয়না। খালি কোন মতে একটু ইয়ে থাকে। আবার হয় খাওয়া বাদ দিলে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে ঔষধ খায়তেছেন,এই ঔষধটা যে কাজ করতেছেনা। এটা ভালো করার জন্য কি করা যায়?

উত্তরদাতা:কি করুম আর? মরার পর

প্রশ্নর্কতা:মানুষের মানে আমরা যারা ধরেন এই ধরনের কাজ করে,ঔষধ নিয়ে কাজ করে। তারা কি কাজ করতে পারে , ভবিষ্যতে একটা ঔষধ ধরেন আপনি খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি সুস্থ বা ভালো হচ্ছেন না। কি করা যায় ভালো হওয়ার জন্য।

উত্তরদাতা:কি করা যায়, কোনহানে কোন ইয়া নাই তো।

প্রশ্নর্কতা:তো আসলে খালা অনেকগুলা বিষয় আলোচনা করলাম। তো আপনি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন

উত্তরদাতা:না। তা হতোনা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও দোয়া করি আপনার জন্য। আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেন।

উত্তরদাতা:আমাকে ভালো ডাক্তার ঔষধ দেহান। ঔষধ দিবেন, ভালো ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করে দিবেন।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ হয়ে যান, এজন্য দোয়া করি। খালা দোয়া কইরেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভালো থাইকেন।

উত্তরদাতা:ভালো থাকেন।

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম।

----------oooooooooooooooooooooo----------